নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

সমাজে অসহায়, নির্যাতিতা, নীপিড়িতা নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কর্মক্ষেত্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীরা তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পা"ছ। শিক্ষার ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে পারছে। আর্থিকভাবে পরিবারকে সহযোগীতাও করতে পারছে। যার কারণে পরিবারের আর্থিক স্ব"ছলতা কিছুটা হলেও বাড়ছে। তাই শিক্ষার প্রতি নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা গ্রহণের ফলে নারীরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পা"ছ।

সমাজসেবা দপ্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপ নি:সন্দেহে প্রসংশার দাবীদার এবং একই সাথে গুর"ত্ব অনুধাবন করা যায় নেপোলিয়ানের সেই উক্তির "আমাকে একটি শিক্ষিত নারী দাও আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব। "

অবহেলিত ও ছিন্নমুল নারী শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলা সদরের ২ কিলোমিটার দক্ষিণে দশানী নামক স্থানের পঁচাদিঘীর পাড় এলাকায় স্থাপিত হয়েছে "সরকারি শিশু সদন (বালিকা)"। ১৯৭৩ সালের ১২ মার্চ ২.১২ একর জমির উপর এই সদনের ভবনসমুহ নির্মান করা হয়। অবকাঠামোগত দিক হতে সদনটি খুব একটা পিছিয়ে নেই। প্রশাসনিক ভবনসহ মোট ৫টি ভবন। সেগুলো হলো একাডেমিক ভবন ১টি, প্রশাসনিক ভবন ১ট, কর্মকর্তা কোয়ার্টার ১টি, ছাত্রী নিবাস ১টি, কারিগরী ভবন ১টি, ছাত্রী নিবাসে ১২টি কক্ষ আছে। প্রতি বেডে ২ জন করে ১২টি কক্ষে ১০০ জন ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এখানে ৮৯ জন সুবিধাভোগী অবস্থান করছে। এখানে ১০০ জনের থাকার নির্ধারিত আসন সংখ্যা আছে।

২০০৬ সাল পর্যন্ত ভর্তিকৃত নিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬৩০ জন। এর মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে পুর্ণবাসিত হয়েছে ৩৫০ জন, চাকুরীর মাধ্যমে পুর্নবাসিত হয়েছে ৩৭ জন, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পুর্ণবাসিত হয়েছে ৪২ জন, শিক্ষার মাধ্যমে পুর্ণবাসিত হয়েছে ২৪ জন এবং সামাজিক ও অন্যান্যভাবে পুর্ণবাসিত হয় ১৩৩ জন। বর্তমানে এই সদনে থাকা ৮৯ জন নারী শিশুর মধ্যে ১ম শ্রেণী থেকে উ"চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করছে ৬০ জন। অন্যান্যরা নার্সারী ও প্লে গ্র"পে রয়েছে।

নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবার অধিদপ্তর এর আওতায় বাগেরহাট জেলা সদরের দশানীর পঁচা দীঘির পাড়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের অসহায় শিশুর নারীদেরকে বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। এখানে মাতৃস্নেহে নারী শিশুরা বেড়ে উঠেছে শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে। এখানে বিশেষ করে পরিবারে বা সমাজে যারা এতিম বলে পরিচিত লেখাপড়ার সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়। তবে এখানে আশ্রয় পেতে হয় নিয়ম এর মাধ্যমে এখান থেকে তাদেরকে বাইরের যে কোন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। আবাসনে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন শিক্ষক সর্বদা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তাদের কারিগরী শিক্ষা বিশেষ করে সেলাই প্রশিক্ষন ও ইলেকট্রনিক্স এর বিশেষ প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য দুই জন প্রশিক্ষক সদা-সর্বদা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক, কারিগরী প্রশিক্ষক, মেট্রন কাম নার্সদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই ভালো। এখান থেকে নারী শিশুরা এস এস সি ও এইচ এস সি অনার্সসহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। পাশাপাশি তাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থাও আছে। এই পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে মোট ১৯টি বিজয়ী পুর"স্কার পেয়েছে।

সহকারী শিক্ষক রেজাউল করিম ও সাহানা আক্তার জানান সরকারীভাবে এখানে প্রতি ৬ মাস পর পর বরাদ্দ দেওয়াহয়। মাথাপিছু নারী শিশুদের পজন্য প্রতিমাসে বরাদ্দ ১০০০ টা। এখানে সকল নারী শিশুরনা তাদের রান্না বান্না ঘর ও আসবাবপত্র পরিস্কার পরি"ছন্ন রাখতে কর্মসুচী তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে তা পালন করে থাকে। তাদের চিকিৎসার জন্য খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োজিত (ডা. বদিউজ্জামান) আছেন এবং ফ্রি ওষুধের ব্যবস্থাও আছে। জটিল কোন ব্যাধি হলে সে ক্ষেত্রেও আছে সরকারীভাবে চিকিৎসার সুযোগ। কোন নারী শিশু যদি সদনের প্রচলিত আইন অমান্য করে তার জন্যও আছে শাস্তির বিধান। বসবাসরত ছাত্রী তানজীলা আক্তার (১৭) এর সাথে কথা বলে জানা যায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের

দেওয়া তথ্যের সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রনালীর চিত্র একই। তিনি জানায়, ৭ বছর বয়সে সে এখানে আশ্রয় গ্রহন করে। সে এখন এইচ এস সি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষন নিয়ে ভবিষ্যতে কম্পিউটার প্রশিক্ষক হতে আগ্রহী। সদনের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আটটি উদ্দেশ্য নিয়ে সদনটি পরিচালিত হ"েছ। এগুলো

১. অনাথ শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের স্নেহ মমতা দিয়ে লালন পালন করেন।
২. সাধারণ শিক্ষা দান করা।
৩. কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদান করে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. অনাথ শিশুদের অপরাধ প্রবনতা থেকে দুরে রাখার এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা
৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুর্ণবাসনের সাহায্য করা।
৬. অনাথ শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৭. সামাজিক দায়কে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করা।
৮. অনাথ শিশুদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

সদনটির নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা চোখে পড়ার মতো, সুবিধাভোগী শিশুরা যে পরিবেশ থেকেই আসুক না কেন সদনের নিয়ম-শৃংখলা তাদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নির্ধারিত সময়সুচী অনুযায়ী সকলের শয্যা, ত্যাগ, পরিস্কার পরি"ছন্নতা, পিটি-প্যারেড, লেখাপড়া, নাস্তা খাবার গ্রহণ, প্রার্থনা, খেলাধুলা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া।

সরকার মাথাপিছু এদের জন্য বরাদ্ধ রেখেছে ১০০০/- টাকা। এর মধ্যে ৭৬০ টাকা খাদ্যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষনে ১০০ টাকা চিকিৎসায় ২৫/- টাকা, পোশাক-পরি"ছদে ৭৫/- টাকা ও আনুসংগিক খাতে ৪০ টাকা। প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্ধ আদৌ যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন সুবিধাভোগীরা। তাদের মতে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো একান্ত জরুরী। অভিজ্ঞদের মতে, শিক্ষা-প্রশিক্ষন খাতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৪০০/- টাকা ও চিকিৎসা খাতের জন্য ২৫/- টাকার স্থলে ১০০ টাকা বরাদ্ধ থাকা আবশ্যক।

দীর্ঘদিন ধরে এই সদনে একজন কারিগরী প্রশিক্ষকের পদশুণ্য থাকায় শিক্ষার্থীরা যথাযথ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হ"েছ।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: মাসুমা আক্তার (র'নু), শাহানাজ আক্তার (পলি), মোঃ রফিকুল ইসলাম, মিজানুর রহমান